যুগান্তর

তারিখ 9 APR 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম

স্কুল নেই শিক্ষার্থীও নেই তবু উপবৃত্তির টাকা লুটপাট

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অনুসন্ধানে গোমর ফাঁক : ৬৬ স্কুলের বরাদ্দ বন্ধের চিঠি

বিএম জাহাঙ্গীর

স্কুল একেবারে নেই অথবা আগে ছিল এখন নেই। কিংবা স্কুল আছে, ছাত্রছাত্রী নেই। এমন বহু জুনিয়র ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) থেকে উপবৃত্তির টাকা চলে গেছে। কোন কোন স্কুলে এ প্রকল্পের কর্মসূচির আওতায় ৮ ধরনের সহায়তা কার্যক্রমের প্রায় সবগুলোয় কমবেশি প্রদান করা হয়েছে। তবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বই পড়া কর্মসূচি চালু করতে গিয়ে বাস্তবে অনেক স্কুলের সন্ধান পায়নি। এ বিষয়ে সরেজমিন রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরে সম্প্রতি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রিপোর্ট দেয়া হয়। এরপর প্রকল্প থেকে চিঠি ইস্যু করে ৬৬টি স্কুলের অনুকূলে উপবৃত্তি প্রদানসহ সব ধরনের বরাদ্দ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে শোকজ পত্র পাঠানো হয়েছে। সূত্র জানায়, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ফেব্রুয়ারি মাসের [illegible] সপ্তাহে সেকায়েপ পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

ঢাকা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

ঢাকা : উপবৃত্তির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মো: শফিক বখতিয়ার আলমের কাছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন পাঠায়। এতে ৫৩টি স্কুলের তালিকা পাঠিয়ে বলা হয়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের বই পড়া কর্মসূচি পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে প্রতিটি স্কুলের নামের পাশে মন্তব্য জুড়ে দেয়া হয়। সেখানে বলা হয়, কোন স্কুলের অস্তিত্ব আদৌ নেই। কোথাও স্কুল থাকলেও শিক্ষা কার্যক্রম চালু নেই। জোড়াতালি দিয়ে চলা কোন স্কুলের সঙ্গে উপজেলা মাধ্যমিক অফিসের কোন ধরনের যোগাযোগ নেই। কোথাও শুধু প্রধান শিক্ষককে পাওয়া গেছে, শিক্ষার্থী নেই। আবার স্কুল থাকলেও পরিদর্শনের দিন সেখানে কোন ছাত্রছাত্রী পাওয়া যায়নি। কোথাও হাতে গোনা কিছু শিক্ষার্থী নিয়ে ক্লাস চলছে।

প্রকল্প অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে আকস্মিক পরিদর্শন করে বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ রকম অনেক অনিয়ম ধরা পড়েছে। যেসব স্কুল সেকায়েপের অনুদান পাওয়ার যোগ্য না। কোথাও আবার উপবৃত্তিসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম বেরিয়ে এসেছে। এসব তথ্য সমন্বয় করে প্রথম পর্যায়ে ৬৬টি স্কুলকে চিহ্নিত করে প্রকল্প থেকে সব ধরনের সুবিধা প্রদান স্থগিত করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রথমে ৬ মার্চ সংশ্লিষ্ট উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তাদের চিঠি দেয়া হয়। পরদিন পৃথক চিঠি দিয়ে এ তালিকার মধ্যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া ২৮টি স্কুলে ২০১২ সাল পর্যন্ত কিভাবে উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে চিঠি দেয়া হয়। এ চিঠির জবাব ২০ মার্চের মধ্যে দেয়ার কথা থাকলেও অনেক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চিঠির জবাব দিতে পারেনি। প্রকল্প সূত্র জানিয়েছে, এরই মধ্যে রিপোর্ট আসতে শুরু করেছে। প্রাপ্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে অনেক গরমিলও ধরা পড়ছে।

যেসব স্কুলে সহায়তা বন্ধ : প্রকল্প থেকে চিঠি দিয়ে উপবৃত্তিসহ সব ধরনের সহায়তা স্থগিত করে দেয়া ৬৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে বরগুনার আমতলীর আব্দুল গফুর পার্লস হাইস্কুল, বরগুনা সদরের উত্তর চালিতাবুনিয়া আরবি পার্লস জুনিয়র স্কুল, দানুয়া দাখিল মাদ্রাসা, ভোলা চরফ্যাশনের শাহীন আওয়ালপুর জুনিয়র হাইস্কুল, তজুমদ্দিনের আড়ালিয়া জুনিয়র হাইস্কুল, তজুমদ্দিন একাডেমি জুনিয়র হাইস্কুল, জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জের তিনকড়ি জুনিয়র হাইস্কুল, একই জেলার ইসলামপুরের বালুয়া জুনিয়র হাইস্কুল, মহলগাড়ি এমকে জুনিয়র স্কুল, পূর্ব মদনপাড়া দাখিল মাদ্রাসা, নোলতীবাজারের কমলগঞ্জের সিনডে জুনিয়র হাইস্কুল, বি-বাড়িয়ার সরাইলের শেখ আশরাফ জুনিয়র হাইস্কুল, দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার অভয়া আদর্শ জুনিয়র হাইস্কুল, পাবনার চাটমোহরের বাগলবাড়ি জুনিয়র হাইস্কুল, মধুপুর মহসিন দাখিল মাদ্রাসা, দুর্গাপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, বহিলা জুনিয়র গার্লস হাইস্কুল, সোনাহারপাড়া দাখিল মাদ্রাসা, নাটোরের গুরুদাসপুরের হাসার পাটুরিয়া দাখিল মাদ্রাসা, রাজশাহীর নাটোরের দানগাপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল, সাতক্ষীরার আশাশুনির জনাব আলী গাজী শাহকুয়াত দাখিল মাদ্রাসা, কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের শহীদ স্মৃতি জুনিয়র হাইস্কুল প্রভৃতি।

টাকা প্রত্যাহার : প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তির টাকাসহ অন্যান্য খাতে সহায়তা নিয়ে নয়ছয় করেছে সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এরই মধ্যে ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টাকা ফেরত দিতে চিঠি দেয়া হয়েছে। এসব স্কুলের মধ্যে কয়েকটির নাম জানা গেছে। এগুলো হল— ফিরোজপুরের জিয়ানগরের প্রভাতী হাজিনিয়া দাখিল মাদ্রাসা, প্রভাতী এম দাখিল মাদ্রাসা, রংপুরের পীরগাছার রাজকিশোর উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি। এছাড়া শর্তানি স্থাপনের কাজ প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী না করায় বরগুনার আমতলীর খতিবউদ্দিন বালিকা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ আরও দুটি স্কুলের এ খাতের টাকা ফেরত নেয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, যেসব স্কুলে উপবৃত্তির টাকা নিয়ে নয়ছয় করা হয়েছে সেখানে এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তার মধ্যে যোগসাজশ অথবা দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ রয়েছে। উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে ক্লাসে বছরে কমপক্ষে ৭৫% উপস্থিতি এবং পরীক্ষায় কমপক্ষে ৩৩% নম্বর পেতে হবে। কিন্তু উপবৃত্তি দেয়ার ক্ষেত্রে এসব শর্ত যথাযথভাবে মানা হয়নি। এমনকি একজনের টাকা অন্যকে দেয়া হয়েছে। উপবৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থী স্কুলে আসা বন্ধ করে দিলেও তার নামে টাকা তুলে নেয়া হয়েছে। এসব অভিযোগের বিষয় এখন প্রকল্প থেকে অধিকতর যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

প্রকল্প পরিচালক যা বললেন : সেকায়েপ পরিচালক যুগ্ম সচিব মো: শফিক বখতিয়ার আলম সোমবার যুগান্তরকে বলেন, এ প্রকল্পটি বহুমুখী ও যথাযথভাবে কার্যকর করতে সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তার মতে, প্রকল্পের বেশিরভাগ কাজ ভালোভাবে হচ্ছে এবং অগ্রগতি অনেক ভালো। তবে এত প্রচেষ্টার পরও কোথাও কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, অনিয়ম করার কারণে অনেকের চাকরি গেছে। এরই মধ্যে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ স্থগিত করে তদন্ত করা হচ্ছে। এছাড়া আকস্মিক ভিজিট বাড়ানো হয়েছে। সেকায়েপ প্রকল্পটি ২০০৮ সালে শুরু হয়েছে। শেষ হবে ২০১৪ সালে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ২২২ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল ১৯০ কোটি ৩৭ লাখ এবং বিশ্বব্যাংক থেকে দেয়া হয়েছে ১ হাজার ৩১ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে, ১২৫টি উপজেলায় ৬ হাজার ৭৮১টি স্কুলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদানসহ শিক্ষার মানোন্নয়নে ৮ ধরনের সহায়তা দেয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি ও বেতন সুবিধা প্রদান, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান, এ দুটি বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া, পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বইয়ের বিষয়ে পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে দিয়ে বইপড়া কর্মসূচি পরিচালনা করা, ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দেয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ২০১০ সালের মে মাস থেকে এ প্রকল্পে বই পড়া কর্মসূচি চালু করেছে। এজন্য প্রকল্পের সঙ্গে এ কেন্দ্রের ১৩ কোটি ৩১ লাখ টাকার চুক্তি হয়েছে। তবে এ টাকা শেষ পর্যন্ত বেড়ে ২৪ কোটি ৭৭ লাখ টাকায় উন্নীত হয়েছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পর্যায়ক্রমে তিন ধাপে প্রকল্পভুক্ত সব স্কুলকে বইপড়া কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসবে। উপবৃত্তি প্রদানের মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে দেয়া হয় মাসিক ১০০ টাকা এবং প্রতি ক্লাসে তা ২০ টাকা করে বেড়ে দশম শ্রেণীতে দেয়া হয় শিক্ষার্থী প্রতি ২০০ টাকা। এ টাকা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করার জন্য ডাটাবেজ তৈরি ও হালনাগাদ রাখার জন্য এনজিওটিকে দেয়া হয় বছরে ১২ কোটি টাকা এবং ব্যাংকিং পার্টনারের জন্য অগ্রণী ব্যাংককে দেয়া হয় ৭ কোটি টাকা।